গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী পরিচালকের কার্যালয়
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
প্রশিক্ষণ শাখা
তুলা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.cdb.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

বিশ্ব তুলা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে ৭ অক্টোবর, ২০২৪ ইং তারিখে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত 'Cotton for Good: Sustainability in the Domestic Value Chain' শীর্ষক সেমিনারের কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মো: ফখরে আলম ইবনে তাবিব নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
সভার তারিখ	০৭/১০/২০২৪ খ্রিঃ
সভার সময়	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, তুলা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

৭ অক্টোবর ২০২৪ ইং তারিখে বিশ্ব তুলা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত 'Cotton for Good: Sustainability in the Domestic Value Chain' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সম্মানিত অতিথি, বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য উপস্থিতির আসন গ্রহনের পর প্রথমে কৃষিবিদ মো: মাহমুদুল হাসান, বীজ উৎপাদন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সেমিনার শুরু হয়। প্রথমেই বিশ্ব তুলা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে International Cotton Advisory Committee (ICAC) ও তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ আবু ইলিয়াস মিঞা, উপপরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর। তিনি উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও কৃষি মন্ত্রণালয়, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষক/ কর্মকর্তাবৃন্দ, জিনার প্রতিনিধি, স্পিনার প্রতিনিধি, বিভিন্ন ব্রান্ডের প্রতিনিধি, তুলা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের সাথে জড়িত বিভিন্ন এসোসিয়েশন, তুলাচাষিসহ উপস্থিত সকলকে সেমিনারে অংশগ্রহন করার জন্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

এরপর বাংলাদেশে বিশ্ব তুলা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে International Cotton Advisory Committee (ICAC) এর Executive Director, Eric Trachtenberg কর্তৃক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশে তুলা দিবস উদযাপনের জন্য শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো: ফখরে আলম ইবনে তাবিব, নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড। তিনি বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প খাতে তুলার গুরুত্ব তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তাছাড়া তিনি তুলা উন্নয়ন বোর্ডের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ, চ্যালেঞ্জসমূহ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড ৩৯টি জেলার ১৩২টি উপজেলায় ৪টি অঞ্চল, ১৩টি জোন, ১৮৫টি ইউনিট অফিস, ১০টি গবেষণা কেন্দ্র/ উপ-কেন্দ্রে ৮৬৪ জন জনবলের মাধ্যমে গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, বাজারজাতকরণ ও উপজাত প্রক্রিয়াকরণে সহায়তাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। তুলার ভ্যালু চেইনে প্রতিটি অংশীজনের ভূমিকা ও গুরুত্বের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। খাদ্যশস্য উৎপাদনকে ব্যাহত না করে দেশের তুলাচাষ উপযোগী এলাকার পাশাপাশি বরেন্দ্র, পাহাড়ী, চর, কৃষি বনায়ন ও উপকূলীয় এলাকায় তুলার উৎপাদন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশে তুলার মোট চাহিদার অন্ততঃ ২০% অভ্যন্তরীনভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে ২ লাখ হেক্টর জমি তুলাচাষের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিষয় উপস্থাপন করা হয়। তুলা ফসলের মূল্য স্থির হয় আন্তর্জাতিকভাবে তাই তিনি আশতুলার মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পার্শ্ববর্তী দেশের ন্যায় Minimum Support Price (MSP) প্রয়োগের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনায় বাংলাদেশ কটন এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা কাম সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ আইয়ুব জানান যে, বাংলাদেশে প্রতিটি মানুষেরই মৌলিক চাহিদা হিসেবে অভ্যন্তরীনভাবে তুলার প্রয়োজন রয়েছে। দেশে প্রতি কেজি আশতুলা উৎপাদনে তিন ইউএস ডলার সাশ্রয় হয়। এজন্য বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয়ে দেশে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দেশে তুলা চাষের আওতায় জমির পরিমাণ তামাকের জমির চাইতে অনেক কম। তামাক চাষে চাষীদের শারীরিক নানা জটিলতা দেখা দেয়ার পাশাপাশি পরিবেশের উপরও বিরূপ প্রভাব রয়েছে।

সেমিনারের অপর আলোচক, জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড জানান যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য তুলা চাষ একটি কার্যকরী উদ্যোগ, কারণ তুলা প্রাকৃতিকভাবেই লবণাক্ততা ও খরা সহিষ্ণু ফসল। চাষী পর্যায়ে তুলার বীজের দাম কমানো প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রয়োজনে প্রনোদনার পরিমাণ আরো বাড়ানো যেতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। প্রতিকেজি আঁশতুলা উঠানোর জন্য ১০ - ১৫ টাকা ব্যয় হয়, যা তুলা উৎপাদনে চাষীর মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় বলে তিনি উল্লেখ করেন। আঁশতুলা উঠানোর জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ নেয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তুলা বাজারজাতকরণে বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে তিনি Public Private Partnership (PPP) এর উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাছাড়া তুলা উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন।

এরপর সভাপতি মহোদয়ের সঞ্চালনায় উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্ত আলোচনার প্রথমেই যশোর জোনের ডুমুরিয়া এলাকার চুকনগর ইউনিটের আওতাধীন তুলাচাষী জনাব মোঃ করিম ফকির বলেন যে, তিনি প্রতি বছর রবিতুলা চাষ করেন। রবিতুলার ফলন ১০-১২ মণ হলেও এর উৎপাদন খরচ অনেক কম হয় বিধায় লাভ বেশি বলে তিনি উল্লেখ করেন। রবিতুলার চাষাবাদ বাড়ানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য সিডিবি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

চুয়াডাঙ্গা জোনের জীবননগর ইউনিটের তুলাচাষী জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম জানান যে, তিনি ২০-২৫ বছর ধরে তুলাচাষ করেন কারণ এটি একটি লাভজনক ফসল। বিভিন্ন ফলবাগানেও তিনি তুলাচাষ করে থাকেন। আগাছা দমনে যদি কোন কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তুলাচাষের খরচ

কমবে এবং লাভও বাড়বে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

রাজশাহী জোনের চারঘাট ইউনিটের তুলাচাষী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন, তিনি বংশপরম্পরায় তুলা চাষ করে আসছেন। বর্তমানে তিনিও তুলাচাষ করছেন। পূর্বে ওপি জাতের তুলার ফলন কম হলেও বর্তমানে হাইব্রিড জাত ব্যবহারের কারণে বিঘাপ্রতি (তেত্রিশ শতক) তিনি ১৮-২০ মণ পর্যন্ত ফলন পাচ্ছেন। তিনি তুলার সাথে সাথী ফসল হিসেবে লালশাক, ধনিয়াপাতা ইত্যাদি চাষের কারণে লাভ বেশি পান বলে উল্লেখ করেন। তিনি তুলার দাম বাড়ানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কটন কানেক্ট-এর Country Director জনাব ড. ফরিদ উদ্দীন, প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড বলেন যে, কটন কানেক্ট Sustainable cotton নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে সিডিবি'র সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। Primark ব্রান্ডের Corporate Social Responsibility (CSR) এর অংশ হিসেবে কটন কানেক্ট-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের তুলা উৎপাদনে চাষীদেরকে সহায়তা করে যাচ্ছে। ভ্যালু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানে সারাদেশে ১৫ হাজার তুলাচাষী নিয়ে কাজ করছে। Primark প্রতিনিধি জানান যে, ২০১৯ সাল থেকে কটন কানেক্ট এর মাধ্যমে তুলার ভ্যালু চেইন উন্নয়নে তারা সিডিবি'র সাথে কাজ করছে। তুলাচাষীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে বলেই তুলার ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামীর দিনগুলোতে তাদের কার্যক্রম আরো প্রসারিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কটন জিনার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জনাব মোঃ গোলাম সাবের লাল জানান, যদি বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ২০ মণ ফলন হয় তাহলে চাষী ৭৬-৭৭ হাজার টাকা লাভ পায়। তুলার দাম যখন আন্তর্জাতিক বাজারে নিম্নগতির দিকে ধাবমান হয় তখন সরকারকে ঐ বছর আশতুলা চাষীদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করে স্টক করার সক্ষমতা থাকতে হবে। তা না হলে চাষী এক বছর কাংখিত লাভবান না হলেই অন্য ফসলের দিকে ধাবিত হবে। তিনি উল্লেখ করেন, তুলা আমদানিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভ্যাট, ট্যাক্সসহ অন্যান্য সার্ভিস চার্জ কম থাকলেও দেশে উৎপাদিত তুলার ক্ষেত্রে এলসির কারণে তা অপেক্ষাকৃত বেশি। তুলা সরকারিভাবে একটি কৃষিজাত পণ্য না হওয়ায় এর বাজারজাতকরণ ও চাষীদের অধিক মূল্য প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হচ্ছে । ফলে ঋণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরী হয় যা দূরীকরণে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

স্পিনার প্রতিনিধি জনাব আবুল কালাম আজাদ, আরমাদা স্পিনিং মিল লি: বলেন, বাংলাদেশের টেক্সটাইল সেক্টর কাঁচামালের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। এই শিল্পের ৭০% ব্যয় হয় কাঁচামালের পিছনে তাই অল্প পরিসরে হলেও সরকারকে সীমিত পরিমাণ আঁশতুলা স্টক করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তুলা একটি অর্থকরী ফসল তাই এই ফসলে প্রণোদনার পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। এছাড়াও সিডিবি'তে কৃষিবিদ ছাড়াও টেক্সটাইল সেক্টরের দক্ষ জনবল অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি দেশে তুলা শিল্পের উন্নয়নে সকল শ্রেণী সমন্বয়ে একটি কোর গ্রুপ / ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের পরামর্শ দেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেন যে, তুলা ফসলের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। এখন প্রয়োজন সরকারকেও তুলা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। তাহলে দেশে তুলাচাষ বাড়বে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রকট জনবল সমস্যা অতিদ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন। সিডিবি'র গবেষণা উইংকে শক্তিশালী করার জন্য নতুন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া দরকার। গবেষণার মাধ্যমে তুলার জীবনকাল কমপক্ষে ১ মাস কমানো সম্ভব বলে তিনি আশ্বস্ত করেন কিন্তু এর জন্য দরকার শক্তিশালী গবেষণা।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মাসুম আহমাদ বলেন, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের এক জন কর্মকর্তা আমার তত্ত্বাবধানে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন এবং আরো দুই জনের পিএইচডি কোর্স চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে তুলার গুরুত্ব অপরিসীম। তুলা দিবস ২০২৪ উদযাপনের লক্ষ্যে নতুনভাবে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন তুলা ভবনে আয়োজিত এরকম একটি সাফল্যমন্ডিত সেমিনারে অংশগ্রহন করতে পেরে আমি গৌরব বোধ করছি। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা বাড়াতে সরকারের এই খাতে আরো দৃষ্টপাত করা উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং South Asia Biosafety Program (SABP) এর Country Coordinator ড. রাখো হরি সরকার বলেন, তুলাচাষ সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জসমূহ ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে এখন এর সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। তুলা উন্নয়ন বোর্ডকে তিনি Speed Breeding, Biotechnology সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গবেষণা জোরদার করার জন্য অনুরোধ করেন।

কটন ইউএসএ এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং কটন কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিনিধি জনাব আলী আর্সেনাল জানান যে, তারা বাংলাদেশের কটন সেক্টর উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন।

সুপ্রীম সীড কোম্পানীর উপদেষ্টা ও ডিএই এর সাবেক মহাপরিচালক জনাব মোঃ ইব্রাহীম খলিল বলেন যে, তুলা একটি ব্যতিক্রমধর্মী ফসল। তুলার ফলন বাড়ানোর জন্য হাইব্রিড বীজের চাষ এলাকা আরো বাড়ানোর জন্য তিনি তুলা উন্নয়ন বোর্ডকে আহবান করেন। তুলা চাষের আওতায় দুই লাখ হেক্টর জমি আনার জন্য হাইব্রিড সীডের কোন বিকল্প নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শস্য নিবিড়তা ২০০% এর নিচে আর বিদ্যমান তুলাভিত্তিক শস্যবিন্যাসে অন্ততঃ ২টি ফসল সব এলাকাতেই আবাদ হয় তাই দীর্ঘ মেয়াদী ফসল হলেও তুলাচাষ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: ছাইফুল আলম বলেন যে, সারাদেশে তুলার ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যমান শস্যবিন্যাসে তুলাকে অন্তর্ভুক্ত করার কোন বিকল্প নেই এবং তা লাভজনকভাবে চাষীর সামনে উপস্থাপন করতে হবে। তুলাচাষ বৃদ্ধির জন্য তুলার সাথে সাথী ফসল হিসেবে সবজি, ডাল ও মসলা জাতীয় ফসল চাষ, ফল বাগানে তুলা চাষ, কৃষি বনায়নে তুলা চাষ করার সাথে সাথে স্বল্প মেয়াদী জলবায়ু সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা অতীব জরুরী বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সেমিনারের সম্মানিত অতিথি FAO, Bangladesh এর Deputy Country Representative, Dia Sanou, PhD, cPHN বলেন যে, আমার দেশ বার্কিনা ফাসো আফ্রিকা মহাদেশের একটি অন্যতম তুলা উৎপাদনকারী দেশ। তুলাকে সাদা সোনা নামে অভিহিত করা হয় কারণ এটা সোনার মতই মূল্যবান; এর কোন অংশই ফেলনা নয়। এমনকি তুলার বীজ থেকে খৈল এবং ভোজ্যতেল উৎপাদিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন বার্কিনা ফাসো'তে তুলার তেল অন্যতম প্রধান ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে উৎপাদন অল্প হলেও তৈরী পোশাক শিল্পে তুলার চাহিদা রয়েছে প্রচুর তাই তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে কর্তৃপক্ষের নজর দেয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। তুলা প্রাকৃতিকভাবেই জলবায়ু সহিষ্ণু ফসল। তুলাচাষের মাধ্যমে বাংলাদেশের চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে যা চাষীদের বক্তব্যেই ফুটে উঠেছে। FAO, Bangladesh কর্তৃক ২০০২ সালে Integrated Pest Management (IPM) শীর্ষক প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি এরই ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতেও FAO, Bangladesh কর্তৃক বাংলাদেশের তুলাচাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তুলা উন্নয়ন বোর্ডকে সর্বোতভাবে কারিগরি সহায়তা প্রদান করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথি জনাব আফসারী খানম, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, বিশ্ব তুলা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সেমিনারে অংশগ্রহন করতে পেরে তিনি তুলা খাত সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারনা পেয়েছেন এজন্য তিনি সিডিবি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের পরেই বস্ত্রের অবস্থান যার প্রধান কাঁচামাল হলো তুলা। এজন্য দেশে তুলা উৎপাদন বাড়ানো দরকার। সে লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অন্যতম প্রধান অন্তরায় জনবল সংকট, যা নিরসনে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। সিডিবি'কে সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তুলা উৎপাদনের কাংখিত লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। এজন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে প্রধান অতিথি মহোদয়ের উপস্থিতিতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কটন ফিল্ড ডায়েরীর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এরপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান মহোদয়কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান তথ্যবহুল ও সুন্দর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য নির্বাহী পরিচালক মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন আজকের দিনটা তাঁর জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তুলা ফসল সম্পর্কে অনেক জানতে পেরেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে, বাংলাদেশে তুলা চাষ বাড়ানো দরকার। তাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও তুলা দিবসের যথেষ্ট গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি বলেন, ১৮ কোটি মানুষের অন্ন যোগানো কৃষি মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। সিডিবিকে তিনি তুলা উৎপাদনের একটি

বিস্তারিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। দেশে তুলা গবেষণা ও উন্নয়নে এবং তুলা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করবেন। তিনি অংশিজনদের সমন্বয়ে একটি "Pool of researcher" তৈরী করার জন্য সিডিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করেন যারা যে কোন সমস্যার তড়িৎ গবেষণা করে সমাধান দিতে সক্ষম। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমস্ত দপ্তর/ সংস্থার সমন্বয় সাধনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় একটি "Policy Support Unit" তৈরীর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। তুলাচাষীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা হতাশ হবেন না। আজকের সেমিনারের আলোচিত প্রস্তাবনা, মতামত ও সুপারিশ-সমূহ সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করে, সেখানে কার কি ভূমিকা থাকবে, তা বাস্তবায়নের জন্য কি কি সাপোর্ট লাগবে তা কৃষি মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য তিনি সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করেন এবং বাস্তবায়নের আশ্বাস প্রদান করেন। তুলাচাষীদেরকে যে প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে তা বৃদ্ধি করা যায় কিনা তা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে তিনি সিডিবি'কে আশ্বস্ত করেন। পরিশেষে এত সুন্দরভাবে বিশ্ব তুলা দিবস ২০২৪ উদযাপনের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ তথা নির্বাহী পরিচালককে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সমাপনি বক্তব্যে প্রাণবন্ত এই সেমিনারে সকলকে অংশগ্রহন করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সুপারিশমালা:

১. সিডিবিকে একটি বিস্তারিত সময়াবদ্ধ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা করা এবং সেখানে কার কি ভূমিকা থাকবে তা প্রণয়ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

২.তুলা উন্নয়ন বোর্ডকে স্বল্পমেয়াদী ও জলবায়ু সহনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে Speed Breeding, Biotechnology গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার প্রয়োজনীয় কাঠামো উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৩.পাটের ন্যায় তুলাকেও কৃষিজাত পণ্য হিসেবে সরকারিভাবে ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৪. চাষী পর্যায়ে তুলাবীজের দাম কমানোর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। প্রয়োজনে তুলাচাষে কৃষি প্রনোদনার পরিমাণ বৃদ্ধি জন্য সুপারিশ করা হয়।

৫.তুলা উৎপাদনের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। Public Private Partnership (PPP) এর মাধ্যমে তুলা উৎপাদন ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়।

৬.রবিতুলার চাষাবাদ বাড়ানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য সুপারিশ করা হয়। পাশাপাশি তামাক চাষের জমি তুলা চাষের আনার উদ্যোগ গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় নেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়।

৭. আঁশতুলার মূল্য স্থিতিশীল রাখতে Minimum Support Price (MSP) বা উপযোগী কোন ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৮. তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামো ও জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে সিডিবি'তে কৃষিবিদ ছাড়াও টেক্সটাইল সেক্টরের দক্ষ জনবল অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।

১৬-১০-২০২৪
ড. মো: ফখরে আলম ইবনে তাবিব
নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

তারিখ: ৩১ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৬ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ১২.০৭.০০০০.১০৪.২৫.৩১২.১৮.২০৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব, গবেষণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়;
২। সিনিয়র এগ্রোনমিক এডভাইজার এবং কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, কটন কানেক্ট, বাংলাদেশ;
৩। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন;
৪। উপদেষ্টা কাম সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ কটন এসোসিয়েশন;
৫। সকল শাখা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সদর দপ্তর)।;
৬। উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয় (সকল);
৭। প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা (সকল);
৮। তুলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার এবং তুলা গবেষণা কেন্দ্র (সকল);
৯। সাধারণ সম্পাদক, কটন জিনার্স এসোসিয়েশন;
১০। পিএসসিপি ম্যানেজার, প্রাইমার্ক, বাংলাদেশ;
১১। কান্ট্রি ম্যানেজার, মার্কস, বাংলাদেশ;
১২। উপদেষ্টা, সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিমিটেড;
১৩। পরিচালক, আরমাদা স্পিনিং মিল লিমিটেড;
১৪। ব্যক্তিগত সহকারী, নির্বাহী পরিচালক-এর দপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং
১৫। জনাব, ...।

১৬-১০-২০২৪
মুহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন
সিনিয়র জিনিং অফিসার